ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিলাটি

৫ম সেমিস্টার

বিষয় কোডঃ ৬৯৯৫৪

বিষয়ঃ অর্থায়নের সূচনা

অর্থায়ন **(Finance)**:অর্থায়ন প্রক্রিয়া ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থায়ন তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে। তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবহার-সংক্রান্ত এই প্রক্রিয়াকে অর্থায়ন বলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন, কোন কোন উৎস হতে মূলধন সংগ্রহ করা হলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক এবং কোন প্রকল্প বা সম্পদে বিনিয়োগ করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে, সে সকল বিষয়ের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের যে কার্যাবলী তাকেই অর্থায়ন বলে

নিচে অর্থায়নের কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

আর. এ. স্টিভেনসন (R. A. Stevenson) এর মতে "অর্থায়ন বলতে সেই উপায়কে বুঝায় যার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা যায় এবং তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও বন্টন সম্ভবপর হয়।"

শ্যাল ও হ্যালির (Schall and Halley) মতে, "ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও এর ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, নীতিমালা ও তত্ত্বাবলিসমূহকে অর্থায়ন বলে।'

উদাহরনঃ মেশিনপত্র ক্রয়, কাচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি প্রদান ইত্যাদি। এইগুলোর তহবিলের ব্যবহার।

অর্থায়নের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তাঃ প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাস এবং মুনাফা বৃদ্ধিতে অর্থায়নের যে ভূমিকা আছে সে ভূমিকা অন্য কিছু দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

অর্থায়নের গুরুত্ব কিংবা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করার শুরুতেই বলে নিতে হয় যে, অর্থায়ন ব্যতীত বর্তমানে যে-কোনো প্রতিষ্ঠানই অচল। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজারনীতিতে সঠিক এবং বুদ্ধিদীপ্ত অর্থায়ন বা ফিন্যান্সের বিকল্প নেই। এ কারণে প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সতকর্তার সাথে অর্থায়ন পরিকল্পনা করে থাকে। অর্থায়ন পরিকল্পনার উপর একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। শুধু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নয়, সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান বিশেষ গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থায়ন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাস এবং মুনাফা বৃদ্ধিতে অর্থায়নের যে ভূমিকা আছে সে ভূমিকা অন্য কিছু দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাকে আরো বেশি অর্থবহ করে তুলবে:

- মূলধন সংকট
- উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা

- শিক্ষিত উদ্যোক্তার অভাব
- স্বল্প মেয়াদি তহবিলের ব্যবহার

নিচে অর্থায়নের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:
মূলধন সংকটঃ মূলধনের অভাবে যদি কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করতে এবং পণ্য উৎপাদন কিংবা পুনরায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানটি অস্তিত্ব সংকটে পতিত হতে পারে। অর্থায়ন বা ফিন্যান্স (Finance) সংক্রান্ত ধারণা পরিকল্পনামাফিক যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ ও তার যথার্থ ব্যবহারে সহায়তা করে।

উৎপাদনমুখী বিনিয়োগঃ অর্থায়নবিষয়ক জ্ঞান একজন ব্যবসায়ী বা ব্যবস্থাপককে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বেছে নিয়ে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয় ব্যবসায়ী বা ব্যবস্থাপক। এই ধরনের লাভজনক বিনিয়োগ কারবারটির জন্য যেমন অর্থবহ, তেমন সারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ।

ব্যাংকিং ব্যবস্থাঃ উপরন্তু উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট সুসংগঠিত নয় বলে ঋণের জন্য আবেদন করলেও প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে ঋণ পাওয়া যায় না। অনেক সময় ব্যাংক ঋণের বিপরীতে যে সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়, তার অপ্রতুলতার কারণে ব্যাংক ঋণ উপযুক্ত সময়ে ও যথার্থ পরিমাণে পাওয়া যায় না। ফলে ব্যবসায়ীদের এ অর্থসংকট হতে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য খুবই পরিকল্পিতভাবে অর্থের সংস্থান করতে হয় এবং সঠিক বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অর্থের লাভজনক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সমস্যা পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে এবং যেসব পদ্ধতিতে তা মোকাবিলা করা যায় তার ধারণা দেয়।

শিক্ষিত উদ্যোক্তার অভাবঃ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা স্বল্পশিক্ষিত হলে তারা একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে বেশিরভাগ সময়ই সক্ষম হয় না। অর্থায়ন ব্যবস্থাপনাবিষয়ক জ্ঞান থাকলে সহজেই একজন ব্যবসায়ী পরিকল্পনামাফিক স্বল্পমূল্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ সংস্থান করে তার সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

স্বল্প মেয়াদি তহবিলের ব্যবহারঃ একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি তহবিলের সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদি তহবিলেরও প্রয়োজন হয়। যেমন: কাঁচামাল ক্রয়, বেতন ও মজুরি প্রদান, পানি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ, বাড়িভাড়া, পরিবহন খরচ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। সকল চলতি খরচের পরিমাণ নির্ধারন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

অর্থায়নের সুযোগ/লক্ষ্য অথবা আর্থিক ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীঃ

আর্থিক ব্যবস্থাপক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ, লাভজনক বিনিয়োগ ও মুনাফা বন্টন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। আর্থিক ব্যবস্থাপকের কার্যাবলীকে নিম্নক্তভাগে ভাগ করা যায়।

যেমনঃ (ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত (খ) অর্থায়ন সিদ্ধান্ত (গ) লভ্যাংশ বন্টন সিদ্ধান্ত

(ক) বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত**:** একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের সর্বপ্রথম কাজ হলো লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং ঐ প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অর্থাৎ, কোন কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তি বিনিয়োগ করলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জন সহজ হবে তা নির্ধারণ করা। আর সেজন্য বিভিন্ন প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় বা মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু প্রকল্প হতে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, সেহেতু এর সাথে ঝুঁকি জড়িত। তাই কোন বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয় ও ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কি পরিমাণ অর্থ কোন প্রকল্পে বা সম্পত্তিতে (দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী) বিনিয়োগ করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সাধারণত সম্পত্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

যেমনঃ স্বল্পমেয়াদী সম্পত্তি**:** স্বল্পমেয়াদি বা চলতি সম্পত্তি বলতে ঐ ধরনের সম্পত্তিকে বুঝায় যা দৈনন্দিন কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ সম্পত্তিকে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায়। এটিকে চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা ও বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: নগদ টাকা, মজুদপণ্য, বিবিধদেনাদার ইত্যাদি হলো চলতি সম্পত্তি।

দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সম্পত্তি**:** দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সম্পত্তি বলতে ঐ ধরনের সম্পত্তিকে বুঝায় যেখান হতে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদে আয় পেয়ে থাকে। স্থায়ী সম্পত্তি নগদ অর্থে রূপান্তর করতে এক বছরের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের সম্পত্তি থেকে অনেক বছর ধরে আয় করা সম্ভব হয়, এ সকল সম্পত্তিতে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য মূলধন বাজেটিং করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ: ভূমি, দালানকোঠা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হলো স্থায়ী সম্পত্তি।

(খ) অর্থায়ন সিদ্ধান্ত**:** আর্থিক ব্যবস্থাপকের দ্বিতীয় কাজ হলো প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা। অর্থাৎ, একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য কি পরিমাণ তহবিল প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা এবং কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, কোন উৎস থেকে এবং কখন সংগ্রহ করতে হবে তা ঠিক করতে হবে। বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কী পরিমাণ নিজস্ব মূলধন এবং কী পরিমাণ ঋণকৃত মূলধন থেকে সংস্থান করা হবে তা নির্ধারণ করাই হচ্ছে এ সিদ্ধান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মালিকের নিজস্ব মূলধন ও ঋণকৃত মূলধনের মিশ্রণকে মূলধন কাঠামো বলা হয়। যে মূলধন কাঠামো মিশ্রণে মূলধন খরচ সবচেয়ে কম হবে এবং শেয়ারের মূল্য সর্বাধিক হবে, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে। কাম্য মূলধন কাঠামো রক্ষা করাই হচ্ছে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোম্পানীর মূলধন কাঠামোতে ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করা হলে যদিও

শেয়ার প্রতি আয় বেড়ে যায় সেই সাথে আর্থিক ঝুঁকিও বেড়ে যায়। আবার যদি শুধু মালিকের মূলধন ব্যবহার করা হয় তাহলে ঝুঁকি কম থাকে, তবে শেয়ার প্রতি আয় কমে যায়। কোম্পানিতে শেয়ার মালিকদের আয় ও ঝুঁকির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূলধন মিশ্রণে যখন কম ঝুঁকিতে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব, তখনই কোম্পানির শেয়ার মূল্য বা শেয়ার মালিকদের সম্পদ সর্বাধিক হয়; আর ঐ মূলধন মিশ্রণকেই বলা হয় কাম্য মূলধন মিশ্রণ। কাম্য মূলধন মিশ্রণের কাঠামো নির্ধারণ করাই প্রকল্পের অর্থসংস্থানে আর্থিক ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(গ) লভ্যাংশ বন্টন সিদ্ধান্ত: পরিকল্পিত ও গৃহীত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোম্পানি যে মুনাফা অর্জন করে, তা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপককে নিতে হয়। অর্থাৎ, অর্জিত স্মপূরসম্পূর্ণ না আংশিক শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে, তা নির্ধারন করা আর্থিক ব্যবস্থাপককের কাজ। যদি কোম্পানির নিকট লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগ থাকে, তাহলে অর্থসংস্থান করার জন্য মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ বন্টন না করে আংশিক বন্টন করা হয়। আংশিক মুনাফা বন্টন করা হলে শেয়ার মূল্যের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা বিবেচনা কওে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাই কোম্পানির শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ ও ভবিষ্যতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে অর্জিত মুনাফার যে অংশ মালিকদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাকে মুনাফা বন্টন হার বলা হয়। আর যে লভ্যাংশ বন্টন হার কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের সন্তুষ্ট রেখে এবং ভবিষ্যতের বিনিয়োগ সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে শেয়ার মূল্য সর্বাধিক করতে পারে তাই 'কাম্য লভ্যাংশ বন্টন' । তাছাড়া,কোম্পানীর লভ্যাংশ প্রদানের স্থায়ীত্ব এবং বোনাস শেয়ার ও নগদ লভ্যাংশ প্রদানের ব্যাপারে আর্থিক ব্যবস্থাপককে চিন্তা-ভাবনা করতে হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

অধ্যায়-২

(Real Asset) প্রকৃত সম্পদঃ (Real Asset) প্রকৃত সম্পদ হল ভৌত সম্পদ যেগুলোর উপাদান এবং বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। প্রকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছে মূল্যবান ধাতু, পণ্য, রিয়েল এস্টেট, জমি, সরঞ্জাম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ। স্টক এবং বন্ডের মতো আর্থিক সম্পদের সাথে তুলনামূলকভাবে কম পারস্পরিক সম্পর্ক থাকার কারণে তারা বেশিরভাগ বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উপযুক্ত।

(Financial Asset)আর্থিক সম্পদঃ (Financial Asset)আর্থিক সম্পদ হল কোম্পানির সবচেয়ে তরল সম্পদ যা কোম্পানির নগদ চাহিদা পূরণ করে। এগুলি শারীরিকভাবে প্রভাবিত হয় না কিন্তু কোম্পানির জন্য লভ্যাংশ, সুদ বা অন্য কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাজস্ব আয় করতে গুরুত্বপূর্ণ। তারা একটি আইনি নথির আকারে হতে পারে, পাশাপাশি ইক্যুইটি, বন্ড, ডেরিভেটিভস, অ্যাকাউন্ট প্রাপ্য, নগদ ইত্যাদি সার্টিফিকেটও হতে পারে।

ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) এর প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, আর্থিক সম্পদের তালিকায় রয়েছে :

নগদ যে কোন সত্তার ইক্যুইটি যন্ত্র অন্য কোন সত্তা থেকে আর্থিক সম্পদ গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ অধিকার যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আর্থিক সম্পদ এবং অন্যদের সাথে দায় বিনিময় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ অধিকার একটি চুক্তি যা একটি সত্তার ইকুইটি যন্ত্রগুলিতে স্থির হবে পূর্বোক্ত শব্দটিতে স্টক ছাড়াও আর্থিক পণ্য, বন্ড, মানি মার্কেট এবং অন্যান্য হোল্ডিং এবং ইক্যুইটি স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেপ্রাপ্য। এই আর্থিক সম্পদের অনেকেরই একটি নির্দিষ্ট আর্থিক মূল্য থাকে যখন এটি নগদে পরিণত হয়, বিশেষ করে যখনইক্যুইটি মূল্য এবং দামে ওঠানামা। নগদ ছাড়াও, বিনিয়োগকারীদের দ্বারা পাওয়া সবচেয়ে প্রচলিত আর্থিক সম্পদ হল:
স্টক: এগুলি একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তি বা মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ছাড়াই আর্থিক সম্পদ। একটিবিনিয়োগকারী যিনি স্টক ক্রয় করেন তিনি একটি এন্টারপ্রাইজের অংশীদার এবং তার শেয়ারউপার্জন এবং ক্ষতি। এগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের কাছে রাখা বা বিক্রি করা যেতে পারে।

বন্ড: তারা কোম্পানি বা সরকারের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রকল্পের অর্থায়নের একটি উপায়। মালিক পাওনাদার, এবং বন্ডগুলি বকেয়া অর্থের পরিমাণ, প্রদত্ত হার এবং বন্ডের পরিপক্কতার তারিখ নির্দিষ্ট করে।
আমানতের সনদ পত্র (সিডি): এটি একটি বিনিয়োগকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ব্যাংকে গ্যারান্টিযুক্ত সুদের হারের সাথে অর্থের পরিমাণ জমা করতে সক্ষম করে। চুক্তি অনুযায়ী একটি সিডি মাসিক সুদ দেয়, সাধারণত তিন মাস থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে।
ফার্মঃ একটি ফার্ম হল একটি লাভজনক ব্যবসা, সাধারণত একটি অংশীদারিত্ব হিসাবে গঠিত যা পেশাদার পরিষেবা প্রদান করে, যেমন আইনি বা অ্যাকাউন্টিং পরিষেবা। ফার্মের তত্ত্বটি বিশ্বাস করে যে ফার্মগুলি সর্বাধিক লাভের জন্য বিদ্যমান।
জমিঃ একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ অ্যাকাউন্ট যা সম্পত্তিতে নির্মিত সম্পত্তির খরচ ছাড়া প্রকৃত সম্পত্তির মূল্য প্রতিবেদন করে। জমি সাধারণত সম্পত্তি, উদ্ভিদ এবং সরঞ্জামের ব্যালেন্স শীট শিরোনামের অধীনে প্রথম আইটেম হিসাবে প্রদর্শিত হয়। সাধারণত, জমির অবমূল্যায়ন হয় না।
শ্রম: শ্রমশক্তি দ্বারা হাতে এবং মানসিকভাবে উভয়ই উৎপাদনশীল কার্যকলাপে অবদান রাখা।

মূলধনঃ মূলধন সেই আর্থিক সংস্থানগুলিকে বোঝায় যা ব্যবসাগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি যেমন নগদ, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সংস্থানগুলির জন্য অর্থায়ন করতে ব্যবহার করতে পারে। উদাহরনঃ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ডের নাম, ভবন , জমি ইত্যাদি।